যুগান্তর

তারিখ ... 21 DEC 2017 ...
পৃ. ... 6 ... কলাম ... 2 ...

পবিত্র সরকার

ইংরেজি অভিধানে বাংলা শব্দ!

এই দেখুন, হঠাৎ ভারতের কিছু ইংরেজি কাগজে হইচই শুরু হয়েছে, প্রাতঃস্মরণীয় OED বা অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি এই সেপ্টেম্বরে ৭০টি নতুন উপমহাদেশীয় শব্দকে ইংরেজি বলে তাদের অভিধানে ঠাঁই দিয়েছে। তার মধ্যে আছে 'দাদাগিরি, দিদি, আব্বা, আম্মা, একদম, ছি ছি, গোশত, দেশ, সেবক, নাটক, কিলা (কেল্লা), নামকিন, নিবাস, টপ্পা, মাতা, ঝুগগি, বড়া, ভিন্ডি, ভবন, গলি (gully), মির্চমশালা, উদ্যোগ, জি' ইত্যাদি। সবাই নিশ্চয়ই জানেন, অক্সফোর্ডের এই মূল অভিধানটি (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪) এখন ২০ খণ্ডের এক বিশাল অভিধান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিধান কিনা জানি না, কিন্তু সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত অভিধান। এর অনেক ছানাপোনা তৈরি হয়েছে— শর্টার অক্সফোর্ড, কনসাইজ, অ্যাডভান্সড লার্নারস, পকেট ইত্যাদি। আমাদের কাছে আসলটাও আছে দু'খণ্ডে খুদে খুদে অক্ষরে ছাপা, তা আতশকাচ দিয়ে দেখতে হয়। এই বড় অভিধান এখন অনলাইনেও তুলে দেয়া হয়েছে।

তো 'ওইডি'-তে এসব শব্দ ঢুকেছে, এ নিয়ে এত হইচইয়ের কী আছে বুঝি না। উপমহাদেশের শব্দ তো এই প্রথম ঢুকছে না এ অভিধানে! কবেই তো 'লাঠি' 'ঘেরাও', 'চেরুট' (চুরুট)— এসব ঢুকে গেছে, ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক বন্ধুরা কি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন? আর তাদের ওই ৭০টির তালিকার সব শব্দ যে সবে OED-তে ঢুকল, তা-ও ঠিক নয়। প্রায় ২৫ বছর আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ইন্দিরা চৌধুরী সেনগুপ্ত অক্সফোর্ডেরই ছোট Advanced Learners Dictionary-তে এ তালিকার বেশ কয়েকটি শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বড় 'ওইডি'তে এগুলো প্রমোশন পেল কিনা কে জানে? সেই অভিধানে নতুন ঢুকেছে প্রায় ১০০০টি শব্দ। তার মধ্যে ভারতীয় ইংরেজির ৭০টি। মনে রাখবেন, এ অভিধানে কিন্তু মোট শব্দ আছে ছয় লাখ।

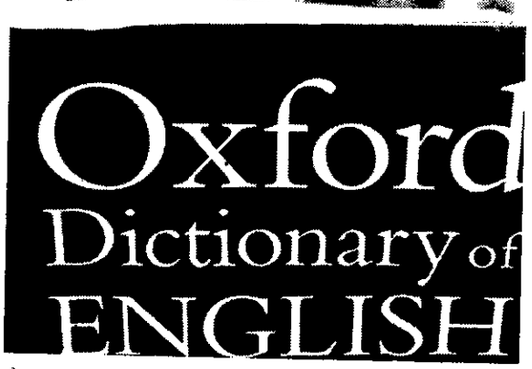

ইংরেজি অভিধানে উপমহাদেশীয় শব্দ? এ কথা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই, আবার অহংকারে আটখানা হওয়ারও কিছু নেই। এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় ঢুকবে, এটা একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, নানারকম শর্ত আছে। একটা শর্ত হল, ভাষা দুটিকে কাছাকাছি আসতে হবে। দু'ভাষার লোকেরা কাছাকাছি থাকে, পরস্পর কথা বলে— এই হল একটা শর্ত। আরেকটা শর্ত হল, মুখোমুখি কথা না হলেও এক ভাষার অন্তত লিখিত রূপটা অন্য ভাষার লোককে দেখতে বা শিখতে হয়, তার ফলে মুখের ভাষার সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় হয়। রাজভাষা-চাকরির ভাষা ইংরেজি বলে আমাদের সেটা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল। আর ইংরেজরা উপমহাদেশীয়দের লেখা ইংরেজি বই পড়ে।

ইংরেজি অভিধানে উপমহাদেশীয় শব্দ? এ কথা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই, আবার অহংকারে আটখানা হওয়ারও কিছু নেই। এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় ঢুকবে, এটা একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, নানারকম শর্ত আছে। একটা শর্ত হল, ভাষা দুটিকে কাছাকাছি আসতে হবে। দু'ভাষার লোকেরা কাছাকাছি থাকে, পরস্পর কথা বলে— এই হল একটা শর্ত। আরেকটা শর্ত হল, মুখোমুখি কথা না হলেও এক ভাষার অন্তত লিখিত রূপটা অন্য ভাষার লোককে দেখতে বা শিখতে হয়, তার ফলে মুখের ভাষার সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় হয়। রাজভাষা-চাকরির ভাষা ইংরেজি বলে আমাদের সেটা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল। আর ইংরেজরা উপমহাদেশীয়দের লেখা ইংরেজি বই পড়ে। তাতেও প্রচুর এ অঞ্চলের শব্দের ব্যবহার থাকে। এছাড়া রেডিও-টেলিভিশনে ইংরেজি প্রোগ্রাম আমরা দেখি, শুনি; তাতে ভাষাটা আমাদের ঘরে ঢুকে যায়। তৃতীয় আরেকটা শর্ত হল, অন্য ভাষার লোকদের কাছ থেকে আমরা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা উপকরণ, ধারণা ইত্যাদি নিয়ে নিই, যেমন ইংরেজ আসার পর নিয়েছি চেয়ার, টেবিল, স্কুল, কলেজ, বেঞ্চি, কাপ, প্লেট, হ্যাট, কোট, টাই, পাম শু, স্যান্ডাল, স্নো, পাউডার, সেন্ট, পারফিউম, শ্যাম্পু, লাইট, ফ্যান, পেসমেকার, টিসু পেপার থেকে অ্যারোপ্লেন পর্যন্ত। ধারণার মধ্যে রয়েছে—. ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্যারোডি; আছে প্রচুর অসুখের নাম, শিল্প ও বিজ্ঞানের নানা ধারণা (দাদাইজম, কিউবিজম, বিগব্যাং, ইলেকট্রন, প্রোটন)। এগুলোর কথা আপনারা জানেন। এর বেশকিছু থাকে বিশেষজ্ঞদের জন্য। যেমন একজন ই-এন-টি (এ কথাটাও ধার-করা) ডাক্তারই শুধু জানবেন অ্যাডিনয়েড পলিপাস রোগটা কী, সবাই জানবেন না। আর আমার হয়েছিল বলে আমি জানি, আটবার অপারেশন করিয়ে হাড়ে হাড়ে জানি।

২

তাই আপনারাও জানেন, এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ঢুকে যাওয়া পৃথিবীতে কোনো 'ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি' ঘটনা নয়। এমনটি সব জায়গায় আকছার ঘটছে। ঠিকঠাক অবস্থা তৈরি হলে ভাষা 'এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে' বলে ডাকাডাকি করতেই থাকে। আর বেশ কিছুদিন থেকে রেডিও, ফিল্ম আর টেলিভিশনে আমরা অন্য ভাষা শুনছি, মানে আমার ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার মুখে-কানে গা-ঘেঁষাঘেঁষিও অনেকদিন থেকেই চলছে। ফলে আমার ভাষা অন্য ভাষা, অন্য ভাষার শব্দ নেবে, তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই, দুঃখেরও কিছু নেই। অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়েই ভাষাটা বড়লোক হয়। ঋণং কৃত্বা— মানে ধার নিয়ে বড়লোক। বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সুখের রাস্তা। আর এ বড় মজার ধার, এ ধার কখনও ফেরত দিতে হয় না। আর এও তো সত্যি যে, ইংরেজি ভাষার মতো 'ধার নিয়ে বড়লোক ভাষা' আর নেই। এটাকে আমরা পরের ধনে পোদ্দারি বলতেও পারব না, কারণ ওই যে বলেছি, একবার ধার নিলাম তো তা আমার হয়ে গেল। এখন আমি তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারি, কারও কিছু বলার নেই। আমি তাকে বানান আর উচ্চারণসুদ্ধ বিদেশি রেখে দিতে পারি, যদিও সেটা খুব কঠিন। জার্মান blitzkrieg হয়তো ইংরেজিতে মোটামুটি মূল উচ্চারণে আছে, কিন্তু york কথাটার মূল যে লাতিন ভাষার eboracum শব্দটা, তা আমরা কতজন ভাবতে পারি? আমরা বাংলায় সংস্কৃত 'মস্তক'ও চেয়ে নিয়েছি, আবার মস্তকে বাড়ি মেরে 'মাথা'ও করেছি। সংস্কৃত 'বন্ধন' আমেরিকান ইংরেজিতে হয়েছে 'ব্যান্ডানা' অর্থাৎ মাথা ঢাকার এক ধরনের স্কার্ফ। গ্রিক 'দ্রাখমে' সংস্কৃত হয়ে বাংলা-হিন্দিতে এসে হয়েছে 'দাম'।

৩.

ইংরেজিতে উপমহাদেশীয় ভাষার শব্দ সম্পর্কে দুটি-তিনটি কথা আপনাদের খেয়াল রাখতে বলি। এক. যেহেতু ইংরেজি ভাষা ছিল রাজার ভাষা, এখন বহুমান্য বহুজাগতিক কোম্পানিগুলোর ভাষা, ফলে ভারতীয় ভাষা ইংরেজিতে ঢুকল আর আমাদের ইংরেজি শেখা সহজ হয়ে গেল, তা একেবারেই নয়। ভাষা শেখা মানে শব্দ শেখা নয়, তার ব্যাকরণ আর বাক্যগঠন শেখা আর ব্যবহার করা। সেটাতে সময় আর পরিশ্রম দিতে হয়। দ্বিতীয় কথা, ইংরেজি ভাষার গায়ের জোর আমাদের সাবেক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় অনেক বেশি, তাই ওই ভাষা থেকে আমরা যত শব্দ নিতে বাধ্য হয়েছি, ওরা তুলনায় ক্ষমাঘেন্না করে আমাদের শব্দ নিয়েছে— অনেক কম। অনেকটা আমেরিকার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের মতো— আমরা যদি ওদের কাছ থেকে এক লাখ কোটি টাকার জিনিস কিনি, ওরা আমাদের থেকে কেনে হয়তো সাতান্ন কোটি টাকার জিনিস। তৃতীয় কথা, ওই গায়ের জোরের জন্যই ইংরেজি গালাগাল আমাদের গায়ে অনেক বেশি লাগে। 'চুপ করো'র চেয়ে 'শাট আপে'র জোর অনেক বেশি। কবি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নায়ক বন্ধু কালীর সঙ্গে ঝগড়ার সূত্রে বলেছিল, সে ইংরেজিতে 'লায়ার' কথাটায় রেগে গিয়েছিল, বাংলায় 'মিথ্যেবাদী' বললে রাগতো কে?

বুঝলেন ব্যাপারটা?

পবিত্র সরকার : *সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা; লেখক*